দ্বীনে অবিচল থাকার কতিপয় উপায়

وسائل الثبات – اللغة البنغالية

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في الزلفي
Tel: 966 164234466 - Fax: 966 164234477

وسائل الثبات

أعده وترجمه إلى اللغة البنغالية:

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الخامسة: ١٤٤٦/٠٧ هـ

ⓒ شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤٢٥هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
شعبة توعية الجاليات (بالزلفي)
وسائل الثبات – باللغة البنغالية / الزلفي ١٤٢٥
ص؛ ١٢ × ١٧ سم
ردمك : ٩-٥٢- ٨٦٤-٩٩٦٠
(النص باللغة البنغالية)
١-العقيدة الإسلامية أ. العنوان

ديوي ٢٤٠ ١٤٢٥/٧١٩

رقم الإيداع : ١٤٢٥/٧١٩
ردمك : ٩-٥٢- ٨٦٤-٩٩٦٠

وسائل الثبات

দ্বীনে অবিচল থাকার কতিপয় উপায়

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله.

প্রকৃত মুসলিমের সব থেকে বড় কাজ ও সুমহান বৈশিষ্ট্য হলো স্বীয় দ্বীনের উপর অবিচল থাকা। নবী মুহাম্মাদ-ﷺ-এর আদর্শসমূহের যত্ন নেওয়া। কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে না ভুগে তাঁর অনুসরণ করা এবং অমূলক সন্দেহের, বাধাহীন প্রবৃত্তির এবং প্রচলিত ফিতনার বশীভূত হয়ে তাঁর (অনুসরণ) থেকে বিমুখ না হওয়া। কারণ, হক্ব ও বাতিলের মধ্যে সন্দিহান হওয়া এবং সুসাব্যস্ত সুন্নাতকে ধারণ করার পর আবার ত্যাগ করা, ঈমানদারদের কাজ নয়, বরং এটা কাফের ও মুনাফেক্ব প্রকৃতির লোকদের কাজ। পবিত্র কুরআনে তাদের চরিত্রের কথা এই বলা হয়েছে যে, তাদের কথা ও কাজের মধ্যে বড় বিরোধ থাকে এবং প্রত্যেক অবস্থায় তারা পথের পরিবর্তন করতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ الحج ١١

“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সাথে; তার কোনো মঙ্গল হলে তাতে সে প্রশান্তি লাভ করে এবং কোনো বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়; সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহকালে ও পরকালে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি ।” (সূরা হাজ্জ ১১)

সঠিক পথ ও মতকে আঁকড়ে ধরা এবং তার উপর অটল থাকা হল, অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের অন্যতম, যা অবলম্বন করা এবং তার জন্য চেষ্টা করা মূ’মিনের অপরিহার্য কর্তব্য। এ দু’টি হলো সমস্ত নিয়ামতের মধ্যে এমন বৃহত্তম নিয়ামত, যার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এবং যার যত্ন নেওয়া মানুষের উপর ওয়াজিব। আর আঁকড়ে ধরার অর্থ হল, আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর নির্দেশিত ফরয কাজ আদায় করা, তাঁর হারামকৃত জিনিস থেকে দূরে থাকা এবং এর উপর অবিচল থাকা। সুফিয়ান বিন সাক্বাফী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ইসলামের ব্যাপারে এমন একটি কথা বলে দিন যে বিষয়ে আমি আপনি ছাড়া অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করবো না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বললেন,

((قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ))

“বল, আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি তারপর এর উপর অবিচল থাকো।” (মুসলিম) হাদীসে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-(দ্বীনের উপর) অনড় থাকার নির্দেশ দেওয়ার অর্থ হল, এমন সোজা ও সরল রাস্তায় চলা, যাতে বক্রতা

নেই বা বিরোধ নেই। আর এটাই হলো প্রকৃতপক্ষে (সঠিক পথকে) আঁকড়ে ধরা। সুতরাং আঁকড়ে ধরার সার কথা হলো, প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহর দ্বীনকে আঁকড়ে ধরা। সঠিক আক্বীদা উপর কায়েম থাকা। আল্লাহর ইবাদতকে আঁকড়ে ধরা। উত্তম ব্যবহার ও সুন্দর চরিত্রকে আঁকড়ে ধরা। আদান-প্রদানের ব্যাপারেও উত্তম পন্থাকে আঁকড়ে ধরা। এই হল পূর্ণাঙ্গ আঁকড়ে ধরা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা অবলম্বন করা। মসজিদে, কর্মক্ষেত্রে, বাজারে এবং ঘরে সর্বক্ষেত্রে সঠিক পথকেই ধরে থাকা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام ١٦٢-١٦٣]

“বলো, নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোনো অংশী নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি। আর আত্ম-সমর্পণকারী (মুসলিম)দের মধ্যে আমিই প্রথম।” (সূরা আনআম ১৬২-১৬৩)

বান্দা যখন তাওবা করে আল্লাহর নির্দেশ পালনের যত্ন নিবে, তখন সে দেখবে যে, তার জীবন এক নতুন জীবনের দিকে ফিরে গেছে। আমোদ-প্রমোদের জীবনকে, পাপের ও আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী থেকে পলাতক জীবনকে এবং আল্লাহর অবাধ্যতার জীবনকে চিরতরে বিদায় দিয়ে সে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয়েছে। এখন তার উচিত স্বীয় নাফসের জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা, যা নতুন জীবনের সাথে

সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং জীবনের তরীকা-পদ্ধতির মধ্যে বহু পরিবর্তন আনা। কাজেই যে বই সে পড়তো, সে বইকে ইসলামী বই-এ পরিবর্তন করবে। অনৈসলামী পত্র-পত্রিকাকে ইসলামী পত্র-পত্রিকার দ্বারা পরিবর্তন করবে। গান-বাজনা ইত্যাদির যে ক্যাসেট শুনতো, সে ক্যাসেটকে ইসলামী ক্যাসেটে পরিবর্তন করবে। এমন কি নিদ্রারও পরিবর্তন করবে। তাই যদি সে বিলম্ব করে ঘুমাতো, এবার সে অবিলম্বে ঘুমাবে, যাতে ফজরের নামাযের জন্য জাগতে সক্ষম হয়। যে বন্ধু-বান্ধবরা তাকে বাতিল পথে পরিচালিত করতো, সে বন্ধু-বান্ধবদের পরিবর্তে এমন বন্ধু গ্রহণ করবে, যে তাকে নিয়ে ন্যায়ের পথে চলবে এবং ন্যায়ের উফর কায়েম থাকতে তাকে সাহায্য করবে। এ ইভাবে অন্যান্য জিনিসগুলিও পরিবর্তন করবে।

আল্লাহর দ্বীনের উপর অবিচল থাকাই হলো এমন একজন সত্যবাদী মুসলিমের মূল লক্ষ্য, যে দৃঢ় সংকল্প ও সততার সাথে সরল পথে চলতে চায়। যখন ফিতনা আধিক্য লাভ করে এবং অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধকারী জিনিস বিস্তার লাভ করে, তখন অনেকেই সঠিক পথ থেকে সরে পড়ে এবং অন্যায়ের দিকে ধাবিত লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এদের মধ্যে কেউ তো ভয়ে সরে পড়ে, কেউ লোভে, আবার কেউ মূর্খতার জন্য সরে পড়ে। ইদানীং তো প্রকৃত সত্যের পরিবর্তন হয়ে গেছে, ধ্যান-ধারণা পাল্টে গেছে, ফিতনা-ফ্যাসাদ আধিক্য লাভ করেছে, প্রলুব্ধকারী জিনিস একের পর এক আসতেই আছে, বিপথগামী হওয়া সহজ হয়ে গেছে এবং দুনিয়া তার ক্ষণস্থায়ী নিয়ামতের প্রতি নাফসকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এই যুগে আমরা নবী করীম-ﷺ-এর সেই মমতাভরা নির্দেশনার

বড়ই মুখাপেক্ষী, যে নির্দেশনা মুসলিমকে প্রত্যেক বাঁকা পথ থেকে এবং প্রত্যেক অন্যায় থেকে দূরে রাখতে সহায়ক হবে। তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহর বান্দারা, অবিচল থাকো।" (মুসলিম)

কষ্ট ও বিপদের সময় এবং রঙ্গ-তামাশায়ভরা দুনিয়া ও তার প্রলুব্ধকারী জিনিসের সামনে অবিচলতার পরিচয় দেওয়াই হলো, আল্লাহর সৎপথে প্রতিষ্ঠিত বান্দাদের নিদর্শন বিশেষ। যারা জানে যে, ফিতনা তো মু'মিনদেরকে যাচাই-বাছাই করে। পক্ষান্তরে গাফেল ও আমোদ-প্রমোদে মত্ত ব্যক্তিদের জন্য তা ফিতনা হয়। দুঃখ-কষ্ট মু'মিনদেরকে তাদের ঈমান থেকে নড়াতে পারে না। বরং দুঃখ-কষ্ট তাদের সঠিক পথের প্রতি পরিতুষ্টি এবং তাদের চলার পথের উপর অবিচল থাকার গুরুত্বকে আরো বৃদ্ধি করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿الم أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت ١-٣]

"মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকেও পরীক্ষা করেছি। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয় জেনে নেবেন মিথ্যাবাদীদেরকেও।" (সূরা আনকাবূত ১-৩)

অবিচল থাকার অর্থ হল, হেদায়েতের পথে ও দায়িত্ব পালনে কায়েম

থাকা, সব সময় নেকীর কাজে লেগে থাকা, ভালো কাজ বেশি বেশি করার প্রচেষ্টা করা, সব সময় এই আগ্রহ পোষণ করা যে, তার আজকের দিন গতদিনের চেয়ে উত্তম হোক এবং আগামী কাল আজকের দিনের চেয়ে উৎকৃষ্ট হোক। এইভাবে দিন যতই অতিবাহিত হতে থাকবে, ততই তাকে আখেরাতের নিকটতর করতে থাকবে। মানুষের উপর অনেক সময় এমন অনিবার্য পরিস্থিতি আসে, যাতে তার মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে। তবে মু'মিনের কাজ হলো স্বীয় নাফসের সাথে জেহাদ করা, তাকে নেক কাজে লেগে থাকার জন্য ধৈর্যশীল করে তুলা এবং কিয়ামতের দিনে তার যাতে সফলতা ও মুক্তি, সেই জিনিসের প্রতি অগ্রগামী হওয়া। পূত-পবিত্র মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

[آل عمران ٢٠٠]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা কর এবং (শত্রুর বিপক্ষে) সদা প্রস্তুত থাক; আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা আল-ইমরান ২০০) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾

[الحديد ٢١]

তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত।" (হাদীদ ২১) তবে মানুষের মনোবল যতই কমে যাক তবুও এর একটা নির্দিষ্ট ধাপ আছে, তার এই ধাপের নীচে নামা অথবা এই ধাপ অতিক্রম করা গ্রহণীয় হবে না। যদি পাপের কাজে তার পদস্খলন ঘটেই যায়, তবে সে দেরী না করে প্রত্যাবর্তিত হবে এবং স্বীয় প্রতিপালকের নিকট তাওবা করবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুসলিম জীবনের অবিচলতার ও দৃঢ়তার বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরেছেন। যাতে মুসলিম এই (অবিচল থাকার) বিষয়ের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে এবং সালফে-সালেহীন তথা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈগনের অনুসরনীয় পথে ফিরে আসতে প্রচেষ্টা করে। কিছু পরিস্থিতি এমন আসে, যে সময় আল্লাহর দ্বীনের উপর অবিচল-অনড় থাকা এবং নেক আমল করা অতীব গুরুতর হয়। বর্তমানে যে সমাজে মুসলিমরা বসবাস করছে, সে সমাজের যা অবস্থা এবং বিভিন্ন প্রকারের ফিতনা ও অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধকারী জিনিসের যে আগুনে তারা দগ্ধ হচ্ছে ও এমন সব প্রবৃত্তি ও সংশয়-সন্দেহের উৎপত্তি হয়েছে যে, তার কারণে দ্বীন অপরিচিত হয়ে পড়েছে। এই প্রতিকুল অবস্থায় যারা দ্বীনকে ধরে থাকে, তাদের দৃষ্টান্ত সত্যিই বড় বিস্ময়কর। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেন,

((يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلَى دِيْنِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ))

"মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে, যে সময় তাদের মধ্যে যে

দ্বীনকে ধরে থাকবে তাকে সেই ব্যক্তির মত ধৈর্যশীল হতে হবে, যার হাতে থাকে জ্বলন্ত অঙ্গার।" (তিরমিযী ১৮৪৪, হাদীসটি সহী)। আর জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আজকের মুসলিমের দ্বীনের উপর কায়েম থাকার উপায়-উপকরণের প্রয়োজন সালাফের যুগের মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। সেই সাথে এই উপায়-উপকরণকে বাস্তবরূপ দেওয়ার বাঞ্ছিত প্রচেষ্টারও অনেক দরকার। কারণ, যামানা ফিতনার ভ্রাতৃত্বের অভাব এবং সাহায্য-সহযোগিতাকারী দুর্বল ও সংখ্যায় খুবই স্বল্প।

দ্বীনের উপর অবিচল থাকার কতিপয় উপায়-উপকরণ

আমাদের প্রতি মহান আল্লাহর এটাই বড় দয়া ও অনুকম্পা যে, তিনি আমাদের জন্য তাঁর মহান গ্রন্থে এবং তাঁর নবীর বানী ও তাঁর জীবনীতে দ্বীনের উপর কায়েম থাকার অনেক উপায়-উপকরণের কথা বর্ণনা করে দিয়েছেন। নিম্নে এই উপায়-উপকরণগুলো থেকে কিছু তুলে ধরা হচ্ছেঃ

১। কুরআনের প্রতি মনোযোগী হওয়া

মহান এই কুরআনই হলো দ্বীনের উপর কায়েম থাকার প্রথম উপায় ও ওসীলা। যে কুরআনকে শক্ত করে ধারণ করবে, তাকে আল্লাহ রক্ষা করবেন। যে কুরআনের অনুসরণ করবে, তাকে আল্লাহ মুক্তি দিবেন এবং যে কুরআনের প্রতি আহ্বান জানাবে, তাকে সঠিক ও সরল পথ প্রদর্শন করা হবে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনকে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ

করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন। আর তা হল, অন্তঃকরণকে মজবুত করা। তাই মহান আল্লাহ কাফেরদের প্রতিবাদের খন্ডন ক'রে বলেন,

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً ، وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً﴾

[الفرقان ٣٢-٣٣]

"অবিশ্বাসীরা বলে, সমগ্র ক্বুরআন তার নিকট একেবারে অবতীর্ণ করা হল না কেন? এ আমি তোমার নিকট এভাবেই (কিছু কিছু ক'রে) অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি তোমার হৃদয়কে শক্ত ও দৃঢ় করার জন্য। ওরা তোমার নিকট কোনো সমস্যা উপস্থিত করলেই আমি তোমাকে ওর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি।" (ফুরক্বান ৩২-৩৩) কুরআন অন্তঃকরণের সুদৃঢ়তার উৎস হওয়ার কারণ কি?

*কারণ, কুরআন ঈমানের জন্ম দেয় ও প্রভুর সাথে মানুষের সম্পর্ককে বলিষ্ঠ করে।

*কুরআন সেই সব অভিযোগ খন্ডন করে, যা ইসলামের শত্রু কাফের ও মুনাফিক্বরা উত্থাপন করে থাকে।

*কুরআন মুসলিমকে ন্যায়-নিষ্ঠাবান বানায় এবং এমন সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে, যা তাকে সত্যকে চিনার উপযোগী বানায় এবং পথের নির্ভুল হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যয়ী করে তুলে।

২। জ্ঞানার্জন করা

জ্ঞানহীন ব্যক্তি রাতের ঘোর অন্ধকারে চলাফিরাকারীর ন্যায়। আর যে অন্ধকারে চলে, সে বিপদে পড়ে। অনেক সময় সে তার পথে আঘাতও পায়, কিন্তু অনুভব করে না। জ্ঞানহীন ব্যক্তির অবস্থাও অনুরূপ। সহজেই সে সন্দেহ অথবা প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে অন্যায় ও পাপাচারে উদ্বুদ্ধকারী জিনিসে পতিত হয়ে পড়ে। জ্ঞান অন্বেষণকারীর নিম্নে বর্ণিত জিনিস-গুলোর প্রতি যত্ন নেওয়া অতীব জরুরীঃ-

*আল্লাহর জন্য নিয়তকে নিষ্ঠাপূর্ণ করা।

*জ্ঞানার্জন করার লক্ষ্য হবে স্বীয় নাফস থেকে মূর্খতা দূরীকরণ।

*জ্ঞানর্জন করার উদ্দেশ্য হবে মুসলিম উম্মার মধ্য থেকে মূর্খতা দূরীকরণ।

*জ্ঞানার্জন করার লক্ষ্য হবে ইসলামী শরীয়তের সংরক্ষণ করা এবং ইসলামের হয়ে প্রতিবাদ করা।

*জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্য হবে সঠিক ইসলামী আক্বীদার প্রচার-প্রসার করা।

৩। আল্লাহর বিধি-বিধান ও নেক আমলের যত্ন নেওয়া

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ﴾ [إبراهيم ٢٧]

“যারা বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহ শাশ্বত বাণী দ্বারা ইহজীবনে ও পর-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন এবং যারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ তাদেরকে

বিভ্রান্ত করেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।" (সূরা ইব্রাহীম ২৭) পার্থিব জীবনে তাদেরকে ভাল রাখেন ও সৎকর্ম করার তৌফীক্ব দান করেন এবং পরকালে অর্থাৎ, কবরে যখন ফেরেশতাদ্বয় তাদেরকে তাদের প্রতিপালক, দ্বীন এবং তাদের নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তারা সঠিক উত্তর দানে সক্ষম হয়। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً ﴾ [النساء ٦٦]

"আর যা করতে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, যদি তারা তা পালন করতো, তাহলে তাদের জন্য নিশ্চয়ই কল্যাণকর হতো এবং চিত্তস্থিরতায় দৃঢ়তর হতো।" সূরা নিসা ৬৬) অর্থাৎ, তারা (মু'মিনরা) হক্কের উপর সুদৃঢ় থাকতে পারবে। আর এটা (মু'মিনদের হক্কের উপর অনড় থাকার ব্যাপার) পরিষ্কার। কেননা, নেক আমল ত্যাগকারী অলসদের থেকে এটা আশা করা যায় না যে, তারা ফিতনার প্রাদুর্ভাবের সময় (দ্বীনের উপর) অবিচল থাকতে পারবে। হ্যাঁ, যারা ঈমান এনে নেক আমল করে তাদেরকে তাদের প্রভু সুদৃঢ় রাখবেন। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-একটানা সৎকর্ম করে যেতেন। আর অব্যাহত কৃত আমলই ছিলো তাঁর নিকট প্রিয়, যদিও তা স্বল্প হতো।

৪। নবীদের ঘটনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা এবং উপদেশ গ্রহণের লক্ষ্যে তা গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন করাঃ এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী,

﴿ وَكُلّاً نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ

وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [هود ١٢٠]

"রাসূলদের ঐ সব বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, এর দ্বারা আমি তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করি। এর মাঝে তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ ও স্মরণীয় বস্তু।" (সূরা হূদ ১২০) কুরআনের এই আয়াতগুলো রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর যুগে খেল-তামাশা ও চিত্তবিনোদনের জন্য অবতীর্ণ হয়নি। বরং এগুলো অবতীর্ণ হয়েছে এক মহান উদ্দেশ্যে। আর তা হল, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর ও মু'মিনদের অন্তর-সমূহকে সুদৃঢ় করা।

৫। দুআ করা

আল্লাহর মু'মিন বান্দাদের এটাই গুণ যে, তাঁরা আল্লাহর শরণাপন্ন হয়ে তাঁরই নিকট প্রার্থনা করেন, যেন তিনি তাঁদেরকে অবিচল রাখেন। আর দৃঢ়তা অর্জনের জন্য দুআ হলো গুরুত্বপূর্ণ উপায়সমূহের অন্যতম উপায়। আর এ ব্যাপারে পঠনযোগ্য দুআগুলির মধ্যে হল,

﴿رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران ٨]

"হে আমাদের প্রতিপালক! সরল পথ প্রদর্শনের পর তুমি আমাদের অন্তরকে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করো না।" (সূরা আল-ইমরান ৮)

﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا﴾ [البقرة ٢٥٠]

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং

আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো।" (সূরা বাক্বারা ২৫০) আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বেশি বেশি করে (নিম্নের) এই দুআটি করতেন,

((يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ)) [رواه الترمذي]

"হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর সুদৃঢ় করে দাও।" (তিরমিযী, হাদীসটি সহী)।

৬। আল্লাহর যিকর করাঃ

বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করা দ্বীনের উপর অবিচল থাকার মাধ্যম-সমূহের বড় উপকারী মাধ্যম। আর আল্লাহর যিকর মু'মিনদের মনোবল উচ্চ করতে চরম প্রতিক্রিয়াশীল হয়। কারণ, আল্লাহর যিকরের দ্বারা এমন শক্তির সাথে সংযোগ সৃষ্টি হয়, যে শক্তি সর্বদা জয়ী।

৭। মুসলিমের সঠিক পথে চলতে আগ্রহী হওয়াঃ

অর্থাৎ, সে দ্বীনকে ভালোভাবে বুঝবে এবং দ্বীন কিতাব ও সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করবে। ভ্রান্ত মতাদর্শ এবং বিভ্রান্তকর আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাকবে। ইরবায বিন সারিয়া-ﷺ-থেকে বর্ণিত, হাদীসে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((وَإِنَّهُ مَن يَّعِيْشُ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفاً كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، تَمَسَّكُوْا بِهَا، وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ)) [أخرجه أحمد في مسنده، أبوداود، والترمذي، وابن ماجة]

"(স্মরণ রাখবে) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত করে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, (দ্বীনের নামে) প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত জিনিসই ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার ঠিকানা হল জাহান্নাম।" (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

৮। ক্রমানুযায়ী সচেতনপূর্ণ ঈমানী ও ইলমী তারবিয়াতও (দ্বীনে) অবিচল থাকার উপাদানসমূহের অন্যতম মৌলিক উপাদানঃ

এই তারবিয়াতই অন্তরকে জীবিত করে এবং তাতে ভয়, আশা এবং আল্লাহর প্রতি ভালবাসার জন্ম দেয়। 'ইলমী তারবিয়াত' বলতে এমন তারবিয়াত বুঝায়, যা সঠিক দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যা অন্ধ অনুসরণ ও কারো দাসত্ব স্বীকার করার বিপরীত হবে। 'সচেতনপূর্ণ তারবিয়াত' হল, এমন তারবিয়াত, যা অপরাধীদের পথে পরিচালিত করবে না এবং যে তারবিয়াত ইসলামের শত্রুদের অভিসন্ধি সম্পর্কে জ্ঞাত করাবে এবং বাস্তব সম্পর্কে বুঝাবে। 'ক্রমানুযায়ী তারবিয়াত' হল, মুসলিম তার শক্তি ও সাধ্যানুযায়ী পার্যায়ক্রমে এই তারবিয়াত গ্রহণ করবে। এই তারবিয়াত পূর্বপ্রস্তুতি ও তাড়াহূড়া এবং সর্বনাশী লাফ-ঝাপের তারবিয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত। আর এই তারবিয়তের যত্ন শিশুকাল থেকেই নেওয়া অপরিহার্য। কেননা, ছোটকালে যুবকদের মন

থাকে উর্বর এবং তাদের অন্তর হয় পরিষ্কার। এই সময়ে তাদেরকে প্রশংসনীয় অভ্যাসে অভ্যস্ত করানো এবং সুন্দর গুণে গুণান্বিত করানো খুবই সহজ হয়। তবে শর্ত হচ্ছে এই তারবিয়াত কোন প্রকারের অবজ্ঞা ও বাড়াবাড়ি ছাড়াই মানবিক প্রয়োজনসমূহ এবং উহার দাবীসমূহের অনুযায়ী হতে হবে।

(দ্বীনের উপর) অবিচল থাকার বিষয়সমূহের মধ্যে এই (ঈমানী ও ইলমী) তারবিয়াতের বিষয়টার গুরুত্ব আরো বেশী করে অনুধাবন করার জন্য চলুন আমরা নবী করীম-ﷺ--এর পবিত্র জীবনীর দিকে একবার ফিরে গিয়ে নিজেদেরকেই জিজ্ঞেস করি যে, মক্কায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের সময় নবী করীম-ﷺ-এর সাহাবীগনের সুদৃঢ় থাকার উৎস কি ছিলো? এটা কি সম্ভব যে, তাঁদের অবিচলতা নবী করীম-ﷺ-এর নবূওয়াতী জ্যোতি থেকে গভীর তারবিয়াত ছাড়াই ছিল? দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন সাহাবী খাব্বাব ইবনে আরাত-এর কথাই ধরুন। তাঁর মনিব লোহার সিক উত্তপ্ত করতো, যখন তা লাল অঙ্গার হয়ে যেত, তখন তা তাঁর উলঙ্গ পিঠে ফেলে দিত। তাঁর পিঠ থেকে চর্বি নিঃসৃত হয়ে হয়ে এই অঙ্গার নিবে যেত। কোনো জিনিস তাঁকে এই নির্মম অত্যাচারে ধৈর্য ধারণের প্রেরণা যুগিয়েছিল? অনুরূপ কোন্ জিনিস বিলাল-ﷺ-উত্তপ্ত রৌদ্রে ভারী পাথরের নীচে এবং অকথ্য নির্যাতনের সামনে অটল থাকার শক্তি সঞ্চার করে ছিল? এইভাবে সুমায়্যা, তাঁর ছেলে ও তাঁর স্বামী, নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো জিনিস তাঁদেরকে

অনড় থাকার উপরে উৎসাহ দান করে ছিলো? যদি সেখানে ঈমানকে সুদৃঢ় এবং তাকে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিতকারী মজবুত তারবিয়াত না হতো? (তাহলে কি তাঁরা এরূপ অবিচল থাকতে সক্ষম হতেন?)

৯। অনুসরনীয় তরীকার উপর আস্থা রাখা

নিঃসন্দেহে মুসলিম যে পথে প্রতিষ্ঠিত, সে পথ সঠিক হওয়ার ব্যাপারে সে যত বিশ্বাসী-প্রত্যয়ী হবে, তার অবিচলতা তার থেকেও আরো শক্তিশালী হবে। আর এই বিশ্বস্ততা অর্জন করার উপায় নিম্নরূপঃ-

*এই অনুভূতি আনা যে, সে যে সরল ও সোজা পথে প্রতিষ্ঠিত, সে পথেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন নবী ও রাসূলগণ, সত্যবাদীগণ, আলেমগণ এবং শহীদ ও সৎলোকগণ। এইভাবে আপনার একাকিত্বভাব দূরীভূত হয়ে যাবে এবং সঙ্গহীনতার ভাব সসঙ্গতায় ও দুশ্চিন্তার ভাব আনন্দ-প্রফুল্লতায় পরিবর্তন হয়ে যাবে। কেননা, আপনি অনুভব করবেন যে, তাঁরা সকলেই আপনার পথের ও মতাদর্শের সঙ্গী-সাথী।

*এই অনুভূতি আনা যে তোমাকে মহান আল্লাহই মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قُلِ الْحَمْدُ لله وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ﴾ [النمل ٥٩]

"বলো, সকল প্রশংসাই আল্লাহর এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাগণের প্রতি।" (সূরা নামাল ৫৯)

*তোমার অনুভূতি কি হবে এই মনে করে যে, আল্লাহ যদি তোমাকে

কাফের ধর্মদ্রোহী করে সৃষ্টি করতেন, অথবা বিদ'আতের প্রতি আহ্বান-কারী কিংবা দুষ্ট-দুরাচার বানাতেন?

*আপনার কি মনে হয় না যে, আপনাকে আল্লাহর মনোনীত করা এবং সঠিক তরীকার উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করাই-যা নবী করীম-ﷺ-ও তাঁর সাহাবীদের তরীকা হলো আপনার সঠিক পথ ও মতের উপর অবিচল থাকার উপাদানসমূহের অন্তর্ভুক্ত?

১০। দ্বীনের প্রতি দাওয়াতী কাজে শ্রম দেওয়া

নাফসকে কোনো কিছুতে লাগিয়ে না রাখলে তা নষ্ট হয়ে যায়। অনুরূপ নাফসের প্রকৃতি হলো, তাকে যদি আপনি (ভাল কাজে) ব্যস্ত না রাখেন, তাহলে সে আপনাকে পাপের কাজে ব্যস্ত রাখবে। আর ঈমান তো পুণ্যময় কাজের দ্বারা বাড়ে এবং পাপের দ্বারা তা হ্রাস পায়। আর নাফসকে ব্যস্ত রাখার সব থেকে বড় সুযোগ হলো, তাকে আল্লাহর প্রতি দাওয়াতী কাজে লাগানো। আর এটাই ছিলো সকল নবীগনের কাজ। আর দাওয়াতী কাজের নেকী প্রচুর হওয়ার সাথে সাথে উহা (দ্বীনের উপর) অবিচল থাকার উপায়সমূহের একটি উপায়ও। কারণ, যে আক্রমণ করে, তার আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয় না। আর আল্লাহ আহ্বানকারীদের সাথে থাকেন। তাদেরকে তিনি সুদৃঢ় রাখেন এবং তাদের পদক্ষেপকে সঠিকভাবে পরিচালিত করেন। দ্বীনের প্রতি আহ্বানকারী সেই ডাক্তারের মত, যে তার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের দ্বারা রোগের চিকিৎসা করে। দাওয়াতী কাজের

নেকীও প্রচুর। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ [فصلت ٣٣]

"যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে।"? (হা-মীম সেজদা ৩৩) আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((لَأَن يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَّكَ مِنْ أَن يَّكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ)) [البخاري]

"একটি মানুষও যদি তোমার দ্বারা সঠিক পথ পায়, তবে তা তোমার জন্য লাল উঁটের চেয়েও উত্তম হবে।" (বুখারী ৩০০)

১১। সুদৃঢ়কারী সম্প্রদায়ের সাহচর্যে থাকা

যে সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আমাদেরকে অবহিত ক'রে বলেছেন,

((إِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا مَفَاتِيْحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيْقَ لِلشَّرِّ)) [رواه ابن ماجة]

"মানুষ মধ্যে কিছু মানুষ এমনও আছে, যারা কল্যাণের চাবি এবং অন্যায়ের প্রতিবন্ধক।" (ইবনে মাজায় আনাস-ﷺ-থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের সানাদ সহীহ)। সত্যবাদী আলেমদের ও উপদেশদাতা সাথী-সঙ্গীদের খোঁজ করা এবং সব সময় তাঁদের সাথে মিশে থাকা সুদৃঢ় থাকার উপায়সমূহের অতীব এক গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কারণ, তোমার

এই সৎ সাথীরা এবং আদর্শবান অভিভাবকরাই-আল্লাহর পর-আপনার সঠিক পথে কায়েম থাকার সাহায্যকারী। এরাই আপনাকে আল্লাহ কর্তৃক প্রাপ্ত নিদর্শনাদি ও সুকৌশলের মাধ্যমে সুপথে অবিচল রাখবে। দৃঢ়তার সাথে এদের সাহচর্য অবলম্বন করুন এবং এদের সাথেই জীবন যাপন করুন। আর স্বীয় নাফসকে যিকরের মজলিসের ফযীলত থেকে বঞ্চিত করো না। নির্জনতা থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে, তা নাহলে শয়তান তোমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে। কেননা, দলচ্যুত ছাগলকেই নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলে।

১২। আল্লাহর সাহায্যের উপর পূর্ণ আস্থা রাখা এবং মনে করা যে, ভাবিষ্যৎ ইসলামেরই হবে

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ [محمد ٧]

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ়-প্রতিষ্ঠ রাখবেন।" (সূরা মুহাম্মাদ ৭) তিনি আরো বলেন,

﴿ إِنَّ اللهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمنوا ﴾ [الحج ٣٨]

"নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা করেন।" (হাজ্জ ৩৮) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [البقرة ٢٥٧]

"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক।" (বাক্বারা ২৫৭)

১৩। বাতিল জিনিস সম্পর্কে জানা এবং তার দ্বারা প্রতারিত না হওয়াঃ

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ [آل عمران ١٩٦-١٩٧]

"যারা অবিশ্বাস করে, দেশ-বিদেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে অবশ্যই প্রতারিত না করে। এ সামান্য ভোগ-বিলাস মাত্র, অতঃপর জাহান্নাম হবে তাদের বাসস্থান, আর তা কত নিকৃষ্ট শয়নাগার।" (সূরা আল-ইমরান ১৯৬-১৯৭) আল্লাহর এই বাণী হলো মু'মিনদের জন্য হুশিয়ারী যে তারা যেন বাতিল সম্প্রদায়দের চাল-চলনে, তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছে ও হবে এবং যে উন্নতি তারা অর্জন করেছে ও করবে, তাতে ধোঁকা না খায়। কারণ, এতদসত্ত্বেও তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর এটা অতি নিকৃষ্ট অবস্থান। পার্থিব সম্পদ তো ধ্বংসশীল এবং অতীব তুচ্ছ। আল্লাহ সত্যবাদী মু'মিন বান্দাদের জন্য জান্নাতে যে সম্পদ প্রস্তুত রেখেছেন, তার সাথে এর (পার্থিব সম্পদের) তুলনা করা যায় না।

১৪। অবিচল থাকতে সাহায্য করবে এমন চরিত্রে চরিত্রবান হওয়াঃ

আর এর মূলে রয়েছে ধৈর্য। কারণ, সহীহ হাদীসে এসেছে যে,

((وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خيرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ)) [رواه مسلم]

"কোনো ব্যক্তিকে এমন কোনো পুরস্কার দেওয়া হয়নি, যা ধৈর্যের চেয়েও উত্তম ও ব্যাপক।" (মুসলিম ২৪৭১)

১৫। সৎ লোকদের থেকে উপদেশ নেওয়া

প্রিয় ভাই! সৎ লোকদের থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে আগ্রহী হও এবং উপদেশ দেওয়া হলে তা হৃদয়ঙ্গম করে বাস্তব রূপ দাও।

*এই উপদেশ সফরে যওয়ার পূর্বেই তলব করো, যদি কোনো বিপদে পতিত হওয়ার আশঙ্কা বোধ করো।

*এই উপদেশ পরীক্ষার সময়ে অথবা সম্ভাব্য বিপদের পূর্বেই নেওয়ার চেষ্টা করা।

*এই উপদেশ তখন গ্রহণ করো, যখন তোমাকে কোনো পদে নিযুক্ত করা হবে কিংবা যখন তুমি অর্থ-বিত্তের উত্তরাধিকারী হবে। নিজেকে ও অপরকে সুদৃঢ় রাখো। আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক।

১৬। জান্নাতের নিয়ামত ও জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে ভাবা এবং মৃত্যুকে স্মরণ করা

জান্নাত হলো সুখের নগরী, দুঃখহারী এবং মু'মিনদের বাসস্থান। আর নফসের স্বভাব হল, বিনিময় ব্যতীত কোনো কিছু ত্যাগ করতে বা কোন আমল করতে এবং (দ্বীনের উপর) অবিচল থাকতে রাযী নয়। বিনিময় তার জন্য কষ্টকে সহজ করে দেয় এবং রাস্তার সংকটময় ও কষ্টকর জিনিস তার জন্য পদানত হয়ে যায়। তাই যে প্রতিদান সম্পর্কে জানবে, তার জন্য আমলের কঠিনতা সহজ হয়ে যাবে। আর সে এই অবগতি

নিয়ে চলা-ফিরা করবে যে, যদি সে অবিচল না থাকতে পারে, তাহলে সে এমন জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে, যার প্রশস্ততা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সদৃশ। এইভাবে মৃত্যুকে স্মরণ করা মুসলিমকে খারাপ অবস্থার দিকে ফিরে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে। তাকে আল্লাহর সীমাসমূহের মধ্যে আটকে রাখবে, সীমা অতিক্রম করতে দিবে না। কারণ, সে যখন জানবে যে, তার মৃত্যুর নির্দিষ্ট সময় কয়েক মুহূর্তের পরও হতে পারে, তখন তার নাফস তাকে পদ[২]খলনের অথবা বাঁকা পথের কুমন্ত্রণা দিবে না। এই জন্যেই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ)) أي الموت، [رواه الترمذي ١٢٣٠٧]

"(দুনিয়ার) স্বাদ-তৃপ্তিকে বিলুপ্তকারী মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করো।" (তিরমিযী ২৩০৭/ হাদীসটি হাসান ও সহীহ)।

যে সময়ে অবিচল থাকতে হয়

প্রথমতঃ ফিতনার সময়ঃ

দ্বীনের উপর অবিচল থাকার পরিস্থিতিগুলির মধ্যে হল, ফিতনার সময় অবিচল থাকা এবং এমন ধৈর্যের দিনে সুদৃঢ় থাকা, যে দিনে ধৈর্যশীল ৫০জন সাহাবীর সমান নেকী পায়। কেননা, ফিতনার সময় যে সুদৃঢ় থাকে, সে বহু কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامُ الصَّبْرِ، لِلْمُتَمَسِّكِ فِيْهِنَّ يَوْمَئِذٍ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ، قَالُوْا يَا نَبِيَّ اللهِ: أَوَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: بَلْ مِنْكُمْ)) [صحيح الترغيب الترغيب والترهيب ٣١٧٢، السلسة الصحيحة للألباني٤٩٤]

"তোমাদের পশ্চাতে এমন ধৈর্যের দিন আসছে যে, সেদিন যে ব্যক্তি দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে অবিচলতার পরিচয় দিবে, সে তোমাদের মধ্যেকার ৫০জন সাহাবীর সমান নেকী পাবে। সাহাবাগন বললেন, তাঁদের মধ্যেকার ৫০জনের সমান? তিনি বললেন, বরং তোমাদের মধ্যেকার।" (সিলসি-লাতুল সাহীহা ৪৯৪/ সহীহ৩১৭২)

ফিতনার প্রকারঃ

*সম্পদ ও মর্যাদার ফিতনাঃ এই দুই ফিতনার ভয়াবহতা সম্পর্কে রাসূলুল্লা-ﷺ-বলেছেন,

((مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِيْ غَنَمٍ، بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ، وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ)) [صحيح الترمذي ١٩٣٥]

"ক্ষুধার্ত দুই নেকড়েকে ছাগলের কোনো দলের মধ্যে ছেড়ে, তারা ছাগলের জন্য অতটা বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয় না, যতটা বিপর্যয় সৃষ্টি করে মানুষের দ্বীনের জন্য তার সম্পদের ও মর্যাদার প্রতি লোভ।" (সাহীহ সুনানে তিরমিযী ১৯৩৫) অর্থাৎ, সম্পদ ও মর্যাদার প্রতি মানুষের লোভ-লালসা তার দ্বীনের জন্য সেই ক্ষুধার্ত দুই নেকড়ের থেকেও বেশী বিপজ্জনক, যা ছাগলের কোন দলের প্রতি প্রেরণ করা হয়।

*স্ত্রী ও সন্তানদের ফিতনাঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾ [التغابن: ١٤]

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ

তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো।" (তাগাবুন ১৪)

*নির্যাতন-নিপীড়ন, অবাধ্যতা ও যুলুম-অত্যাচার এবং মুসলিমকে তার দ্বীন থেকে প্রতিরোধ করার ফিতনাঃ

*দাজ্জালের ফিতনাঃ রাসূলুল্লা-ﷺ-আমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সতর্ক করেছেন এবং এই ফিতনায় পতিত হয়ে পড়লে তার বৈষয়িক শক্তির দৃশ্য দেখে প্রতারিত না হয়ে ধৈর্য ও অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছ দিয়ে বলেছেন,

((فَمَنْ رَآهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِيْحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خُلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِيْنًا، وَعَاثَ شِمَالاً، ياَعِبَادَ اللهِ اثْبُتُوْا)) [أخرجه ابن ماجة ٣٢٩٤]

"তোমাদের কেউ তাকে দেখলে, সে যেন তার উপর সূরা কাহফের প্রাথমিক আয়াতগুলো পাঠ করে। সে শাম ও ইরাক্বের মধ্যবর্তী কোনো স্থান থেকে আবির্ভূত হয়ে ডানে-বামে সর্বত্রে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে। অতএব হে আল্লাহর বান্দারা, সুদৃঢ় থাকবে।" (ইমাম ইবনে মাজা ৩২৯৪, সহীহ সুনানে ইবনে মাজা ৩২৯৪)। আর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এই অবিচলতার দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন এক মু'মিন ব্যক্তির বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন, যে দাজ্জালের ফিতনার সম্মুখে অনড় থাকবে এবং দৃঢ় বিশ্বাসই হবে তার অনড় থাকার প্রেরণা। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে,

((يَأْتِي الدَّجَّالُ-وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَن يَّدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ-يَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِيْ بِالْمَدِيْنَةِ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ، أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ، فَيَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِيْ حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُوْلَ الله-ﷺ-حَدِيْثَهُ، فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، هَلْ تَشُكُّوْنَ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: لاَ، فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْهِ فَيَقُوْلُ حِيْنَ يُحْيِيْهِ: وَالله مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيْرَةً مِنِّي الْيَوْمَ، فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ أَقْتُلُهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ)) [رواه البخاري ١٨٨٢]

"দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে-তার জন্য মদীনার প্রবেশ পথ হারাম হবে-সে মদীনার বাইরে কোনো এক লবণাক্ত অনুর্বর ভূমিতে অবতরণ করবে। মানুষের মধ্যে সব চেয়ে উত্তম অথবা শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন তার কাছে এসে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুই সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁর বিবৃতিতে আমাদেরকে অবহিত করেছেন। তখন দাজ্জাল (তার নিকট উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে) বলবে, আচ্ছা বলো তো, আমি যদি একে হত্যা ক'রে পুনরায় জীবিত করি, তাহলে আমার ব্যাপারে তোমাদের কি আর কোনো সন্দেহ থাকবে? লোকেরা বলবে, না। তখন দাজ্জাল তাকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করবে।

এই ব্যক্তি জীবিত হয়ে বলবে, আজকের পূর্বে (তোমার দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে) এত প্রবলভাবে অবগত ছিলাম না। তখন দাজ্জাল 'আমি ওকে হত্যা করবো' বলে উদ্যত হবে, কিন্তু সে আর তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না।" (বুখারী ১৮৮২)

দ্বিতীয়তঃ জেহাদে অবিচল থাকা

জেহাদের ময়দানের তরবারির ঝংকার এবং মৃত্যুর দৃশ্য আল্লাহর অসংখ্য শত্রুদের বিরুদ্ধে মোকাবেলাকারী সত্যবাদী মু'মিনদের অবিচলতা ও তাঁদের ত্যাগকে বাড়িয়ে দেয় এবং এক আল্লাহর সামনে আরো বেশি করে তাঁরা নিজেদেরকে পেশ করে দেন। তাঁদের আশা কেবল আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা এবং তারঁ ক্ষমা লাভ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [(آل عمران ١٤٦-١٤٧]

"কত নবী যুদ্ধ করেছেন। তাদের সাথে ছিল বহু রব্বানী (আল্লাহভক্ত) লোকও। আল্লাহর পথে তাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তাতে তারা হীনবল হয়নি, দুর্বলও হয়নি এবং নত হয়নি। বস্তুতঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের পছন্দ করেন। তাদের (মুখে) এ কথা ছাড়া আর অন্য কোন কথা ছিল না, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পাপরাশি এবং কর্মজীবনের বাড়াবাড়ি-সমূহকে তুমি ক্ষমা করো, আমাদের পা সুদৃঢ় রাখো এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।" (সূরা আল-ইমরান ১৪৬-১৪৭) এই হল দৃঢ়তা অবলম্বনকারীদের অবস্থা। ঘূর্ণিবায়ু তাঁদেরকে ঐরূপ উড়াতে পারে না, যেভাবে দুর্বল ঈমানের লোকদের উড়িয়ে দেয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة ٢٥٠]

"আর যখন তারা জালুত ও তার সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় বের হল, তখন তারা দুআ করলো, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও, আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখো এবং কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো।" (বাক্বারা ২৫০) আর ধৈর্য ও অবিচলতার সুফল হল, দুনিয়াতে সৌভাগ্য লাভ এবং পরকালে এই উভয় (ধৈর্য ও অবিচলতার) গুণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য অপেক্ষা করছে উত্তম প্রতিদান।

তৃতীয়তঃ, সঠিক পথে অবিচল থাকা

প্রকৃত মুসলিম তো সেই, যে ইসলামী শিক্ষার বাস্তবায়নের সর্বতোভাবে যত্ন নেয়। বিদআ'ত, অবাধ্যতা এবং রঙ্গ-তামাশা পরিহার ক'রে সুন্নাতকে শক্ত করে ধারণ করে, যাতে সে আল্লাহর অনুমতিক্রমে মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিদআ'তের প্রতি আহ্বানকারীদের সংখ্যা অনেক। বিশেষতঃ বর্তমানে। তারা বিদআ'তকে শরীয়তের সাথে সংযুক্ত করে। তারা জানে না যে, শরীয়ত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, তাতে আর কোনো ঘাটতি নেই। কাজেই প্রত্যেক মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য হল, দ্বীনে নতুন উদ্ভাবিত জিনিসে (বিদআ'তে) পতিত হওয়া থেকে সতর্ক থাকা।

চতুর্থতঃ, মৃত্যুর সময় অবিচল থাকা

কাফের ও পাপীরা কঠিন ও মুমূর্ষু সময়ে অবিচলতা থেকে বঞ্চিত হয়। তাই তারা মৃত্যুর সময় কালেমা 'শাহাদাত' উচ্চারণ করতে সক্ষম হয় না। আর এটা হলো সমাপ্তি কাল মন্দ হওয়ার নিদর্শন। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন,

((مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ لاَإِلَهَ إِلاّ اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) [سنن أبي داود ٢٦٧٣]

"যার শেষ বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আবু দাউদ ২৬৭৩, হাদীসটি সহীহ) কাজেই সত্যবাদী মু'মিনরা ব্যতীত অন্য কেউ (মৃত্যুর সময়) এই কালেমা উচ্চারণ করতে পারবে না। সমাপ্তি কাল মন্দ হওয়ার নিদর্শনের মধ্যে হল, এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর সময় যখন বলা হল, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ' বল, তখন সে না বলার জন্য স্বীয় মাথা ডানে ও বামে ঘুরিয়ে নিতে লাগল। অপর একজন মৃত্যুর সময় বলে, এই কাপড়টা তো খুব ভালো। এটা তো সস্তায় কেনা হয়েছে। তৃতীয়জন মৃত্যুর সময় দাবা খেলার ঘুঁটির নাম স্মরণ করে। চুতুর্থজন মনে মনে কিছু গুন গুনায় অথবা গানের কোন বাক্য আবৃতি করে কিংবা প্রেমিকার কথা উল্লেখ করে। কারণ, এই জিনিসগুলোই তাদেরকে আল্লাহর যিকর এবং তাঁর ইবাদত থেকে উদাসীন রেখেছিল। তাই (মৃত্যুর সময়) এরা কালেমা 'শাহাদাত' উচ্চারণ করতে সক্ষম হয় না। মৃত্যুর সময় এদের চেহারা কালো দেখা যায়, অথবা দুর্গন্ধ আসে কিংবা আত্মা বের

হওয়ার সময় তাদের চেহারা ক্বিবলা বিমুখ থাকে। 'লা হাউলা ওয়ালা ক্বুউওয়াতা ইল্লা-হ বিল্লা-হ।' (আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত কেউ ভাল কাজ করতে পারে না এবং মন্দ কাজ হতে বিরত থাকতেও পারেন না)

পক্ষান্তরে নেক ও সুন্নাতের অনুসারীদের অবস্থা এই হবে যে, তাঁরা মৃত্যুর সময় অবিচল থাকার তৌফীক্ব লাভ করেন। ফলে দুই শাহাদত বাক্য উচ্চারণ করতে সক্ষম হোন। তাঁদের অবস্থা থেকে এমন জিনিস ফুটে উঠে, যা সমাপ্তি কাল সুন্দর হওয়ার কথাই প্রমাণ করে। যেমন, এঁদের চেহারা হয় হাস্যময়, পরিবেশ হয় সুগন্ধময় এবং আত্মা বের হওয়ার সময় সুসংবাদ পাওয়ার এক প্রকার ভাব তাঁদের থেকে ফুটে উঠে। কেননা, ফেরেশতারা তখন তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন। এই ধরনের মানুষের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ [فصلت ٣٠]

"নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' তারপর তাতে অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে), তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও।" (সূরা হা-মীম সেজদা ৩০) আয়াতের তফসীর হল, 'তারা অবিচল থাকে' অর্থাৎ, তাওহীদের উপর এবং এমন বিষয়সমূহের উপর, যা তাদের উপর ওয়াজিব। 'তাদের

কাছে ফেরেশতা অবতরণ করেন' অর্থাৎ, তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতা তাদের কাছে আসেন। 'তোমরা ভয় পেয়ো না' অর্থাৎ, মৃত্যুকে এবং মৃত্যুর পরের ব্যাপারকে ভয় করো না। 'চিন্তা করো না' অর্থাৎ, পরিবার ও সন্তান-সন্ততি যাদেরকে ছেড়ে গেলে, তাদের ব্যাপারে চিন্তা করো না। তোমার হয়ে আমরা তাদের দেখাশোনা করবো।

সত্য পথে) অবিচলতার (বাস্তব) কিছু চিত্র

হাবশী ক্রীতদাস বিলাল ইবনে রাবাহ-ﷺ-। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর প্রথম মুআযযিন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করুন! আল্লাহর এই বান্দা মুহাম্মাদ-ﷺ-ও তাঁর দাওয়াতের কথা শুনে অনতি বিলম্বে আল্লার দ্বীনে প্রবেশ করেন। তাঁর মুনিব উমায়্যা ইবনে খালাফ তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার কথা শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠে। ইসলাম থেকে ফিরিয়ে আনার নিমিত্তে তার উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো আরম্ভ করে। নির্মমভাবে প্রহার করা হয়। পানি ও খাদ্যবিহীন অবস্থায় উত্তপ্ত রৌদ্রে ফেলে রেখে তাঁর বুকের উপর ভারী পাথর স্থাপন করা হয়। আর এই অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে কেবল উচ্চারিত হয়, 'আহাদ আহাদ' (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক)। যতই তাঁর উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছিল, ততই তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল এই অব্যর্থ বাণী। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত শাস্তি দিতে দিতে তাঁর মুনিব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আর বিলাল-ﷺ-ছিলেন ইসলামের উপর অনড়-অবিচল। এক পর্যায়ে আবূ বাকার-ﷺ-তাঁর মুনিবের কাছে এসে তার নিকট হতে তাঁকে ক্রয় ক'রে স্বাধীন করে

দেন। বদর যুদ্ধে বিলাল-ﷺ-ও উমায়্যা পরস্পরের মুখোমুখী হয়। বিলাল-ﷺ-কে আল্লাহর দ্বীন থেকে ফিরিয়ে আনার নিমিত্তে তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতনকারী উমায়্যার শেষ নিষ্পত্তি ঘটে ছিল বিলালেরই হাতে।

আম্মার ইবনে ইয়াসির-ﷺ-

তাঁর পিতা ইয়ামান থেকে এসে বসবাস করেন। এখানে সুমায়্যা বিনতে খায়্যাত নামক এক মহিলাকে বিবাহ করেন। অতঃপর তাঁরা আম্মার নামের এক পুত্র সন্তান লাভ করেন। অতি সত্বর এই ছোট্ট পরিবারটি ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়। ফলে কুরাইশদের কঠোর নির্যাতনের সম্মুখীন হয়। দ্বীন থেকে ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে তাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। মক্কার মরুভূমির উত্তপ্ত রৌদ্রে খানা-পানি ছাড়াই তাদের ফেলে রাখা হয়। চাবুকের আঘাত তাঁদের চামড়াকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। তাঁদের বুকের উপর অতীব ভারী পাথর স্থাপন করা হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদেরকে তাঁদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হয়, বরং তাঁদের অবিচলতা আরো বৃদ্ধি পায়। আম্মার জননী আযাবের তীব্রতায় মৃত্যুবরণ ক'রে ইসলামের প্রথম শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। আর পিতা-পুত্র ধৈর্যের সাথে ইসলামের উপর কায়েম থাকেন। তাঁদের দৃঢ় সংকল্প ও জেদের সামনে তাঁদেরকে বর্জন করা ব্যতীত কাফেরদের আর কোনো উপায় ছিল না। তাই নিরুপায় হয়ে শেষে তারা তাঁদের পরিহার করে। আম্মার-ﷺ-র সততা এবং সত্যের উপর তাঁর কায়েম থাকার বলিষ্ঠতা দেখে নবী করীম-ﷺ-তাঁকে অত্যধিক ভালবাসতেন।

মুসআ'ব ইবনে উমায়ের-ﷺ-

মক্কার বিত্তশালী অতীব সুদর্শন এক যুবক। সুখ-সমৃদ্ধির মধ্য দিয়েই অতিবাহিত হচ্ছিল তাঁর জীবন। এই যুবক মুহাম্মাদ-ﷺ-সম্পর্কে মক্কা-বাসীদের কথা-বার্তা শ্রবণ করেন। মুহাম্মাদ, যিনি বলেন, তাঁকে নাকি আল্লাহ একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার এবং তিনি ব্যতীত অন্যের ইবাদত বর্জন করার প্রতি আহ্বানকারী ক'রে পাঠিয়েছেন। অনুরূপ তিনি শোনেন যে, মুহাম্মাদ-ﷺ-তাঁর সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে আরক্বাম ইবনে আবীল আরক্বামের বাড়িতে একত্রিত হোন। তাঁদেরকে কুরআন পড়ে শুনান এবং তাঁদেরকে এই নতুন দ্বীনের শিক্ষা দান করেন। এক সন্ধ্যায় তিনি এই নবী যে জিনিসের প্রতি আহ্বান জানান সে সম্পর্কে জানার জন্য তাঁদের ওখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কুরআনের কিছু আয়াত শোনা মাত্রই ঈমান তাঁর অন্তরে প্রবেশ করে যায়। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নেন। তবে তিনি তাঁর ইসলামকে গোপন রাখেন। আর এই গোপনীয়তা ক্বুরাইশদের ভয়ে নয়, বরং তাঁর সেই মায়ের ভয়ে, যে মা তাঁকে অত্যধিক ভালবাসে। তিনি তার (মায়ের) বড়ই সম্মান করতেন। তিনি মুহাম্মাদ-ﷺ-এবং তাঁর সাথীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আরক্বামের বাড়িতে যাতায়াতের পালা জারী রাখেন। একদা তাঁকে এই বাড়িতে প্রবেশ করতে কোন এক মুশরিক দেখে নেয়। দ্রুত এ খবর তাঁর মায়ের কাছে পৌঁছে যায়। মা তখন তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরে আসতে বাধ্য করার প্রচেষ্টায় বাড়ির এক কামরায় আবদ্ধ করে দেয়। কিন্তু এতে তাঁর

জেদ ও দ্বীনকে আরো শক্ত করে ধরে থাকার মানসিকতাই বৃদ্ধি পায়। অতঃপর এই বন্দী জীবন থেকে পালিয়ে গেলে তাঁর মা পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার এবং মাল-ধন সব কিছু থেকেই তাঁকে বঞ্চিত করে। ফলে এই বিত্তশালী যুবক নিঃস্ব হয়ে ফাটা ও তালি দেওয়া পোশাক পরতে বাধ্য হয়। এই নেক ছেলে তাঁর মাকেও ইসলামে আনতে বহু চেষ্টা করেন, কিন্তু সে (তাঁর মা) অস্বীকার করে এবং কসম খেয়ে বলে যে, সে কখনোও ইসলামে প্রবেশ করবে না। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর নিকটে ছিল মুসআ'ব-ﷺ-র সুমহান মর্যাদা। তাই তিনি মদীনাবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত ও ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাঁকে সেখানে প্রেরণ করেন। যখন তিনি সেখানে (মদীনায়) পৌঁছেন, তখন সেখানে মুসলিমের সংখ্যা ছিলো মাত্র ১২জন। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই আল্লাহর অনুগ্রহে সমস্ত মদীনাবাসী তাঁর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলে।

ওহুদের যুদ্ধে এই নির্ভীক যুবক এক হাতে ইসলামের পতাকা এবং অপর হাতে তরবারী ধারণ করে বীরত্বের সাথে লড়াই করেন। মুশরিকরা চতুর্দিক থেকে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুশরিকদের একজন তরবারী দিয়ে আঘাত করে তাঁর এক হাত কেটে দিলে তিনি অপর হাত দিয়ে পতাকা ধারণ করে আত্মরক্ষার প্রয়াস জারী রাখেন। মুশরিক আবার আঘাত করে তাঁর অপর হাতটিও যখন কেটে দেয়, তখন তিনি বাহুদ্বয় বুকের সাথে মিলিয়ে পতাকা উত্তোলন করে রাখেন। অতঃপর উক্ত

মুশরিক বর্শা দিয়ে তাঁর বুকে আঘাত করলে তিনি পড়ে যান এবং পতাকাও ভূপাতিত হয়। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তাঁকে এই অবস্থায় দেখে মহান আল্লাহর এই বাণী পাঠ করেন,

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب ٢٣]

"মু'মিনদের মধ্যে কিছু আল্লাহর সঙ্গে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছে।" (সুরা আহযাব ২৩)

উম্মে শারীক গাযিয়্যা বিনতে জাবির

তাঁর স্বামীর পরিবারের লোক তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অবগত হলে বলে, আমরা তোমাকে কঠোর শাস্তি দেব। গুযায়্যা বলেন, তারা আমাকে আমার বাড়ি থেকে তুলে এমন এক উটের উপর বসায়, যা ছিল তাদের সর্বাধিক নিকৃষ্ট ও কঠোর প্রকৃতির বাহন। তারা আমাকে মধু দিয়ে রুটি খাওয়াত, কিন্তু একফোঁটা পানি আমাকে পান করতে দিত না। এইভাবে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আমরা চলতে থাকি। সূর্যের তাপ অত্যন্ত প্রখর হলে তারা বাহন থেকে অবতরণ ক'রে তাদের তাঁবু স্থাপন করে এবং আমাকে প্রখর রৌদ্রে ফেলে রাখে। এতে আমার জ্ঞান, শ্রবণ শক্তি এবং দর্শণ শক্তি লোপ পেয়ে যায়। তিন দিন পর্যন্ত তারা এই আচরণ আমার সাথে করতে থাকে। তিন দিনে তারা আমাকে বলে, যে জিনিসের উপর তুমি প্রতিষ্ঠিত তা ত্যাগ কর। তাদের কথা-বার্তার শব্দ ছাড়া আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমি আমার আঙ্গুলকে আসমানের দিকে

তুলে একত্ববাদের ইঙ্গিত করলাম। আল্লাহর শপথ! আমি এই অবস্থায় পড়ে ছিলাম। অমার কষ্ট-ক্লেশ তার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছিল। হঠাৎ আমি আমার বুকে বালতির শীতলতা অনুভব করলাম। অতঃপর তা ধারণ ক'রে তা থেকে এক শ্বাস পানি পান করলাম। অতঃপর বালতি আমার নিকট থেকে উঠে গেল। আমি লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, তা (বালতি) আসমান ও যমীনের মধ্যে ঝুলছে। দ্বিতীয়বার নেমে এল, আমি তা থেকে আবার এক শ্বাস পানি পান করলাম। অতঃপর পুনরায় উঠে গেল। আমি লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, তা আসমান ও যমীনের মধ্যে ঝুলছে। তৃতীয়বার আবার নেমে এল আমি তা থেকে পরিতৃপ্ত সহকারে পানি পান করলাম এবং মাথায়, চেহারায় এবং কাপড়ের উপরেও পানি ঢেলে নিলাম। তারা (তাঁবু) থেকে বের হয়ে আমার এ দৃশ্য দেখে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর দুশমন, এ (পানি) তুমি কোথা থেকে পেলে? আমি বললাম। দুশমন আমি নই, বরং আল্লাহর দুশমন তো সেই-ই, যে তাঁর দ্বীনের বিরোধিতা করে। আর এ (পানি) কোথা থেকে পেলাম জানতে চাও? এটা তো আল্লাহ প্রদত্ত রুযী। তিনি বলেন, তারা দ্রুত তাদের মশকের কাছে এসে দেখে তা আবদ্ধ অবস্থাতেই আছে, খোলা হয়নি। তাই তারা বলে উঠল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, যে সত্তা তোমার প্রতিপালক, সেই সত্তা আমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের তোমার সাথে এতো দুর্ব্যবহারের পর যে সত্তা তোমাকে এখানে রুযী দান করেছেন, তিনিই হলেন ইসলাম প্রণেতা। তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ ক'রে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-

এর নিকট হিজরত করে। তারা নিজেদের চাইতে আমাকে বেশী মর্যাদা দিত এবং আমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্বীকার করত।

হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট দ্বীনের উপর অবিচল থাকার তৌফীক্ব কামনা করছি। আমাদের শেষ প্রার্থনা হলো, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়
৩	প্রারম্ভিক
১০	দ্বীনের উপর অবিচল থাকার কতিপয় উপায়-উপকরণ
১০	কুরআনের প্রতি মনোযোগী হওয়া
১২	জ্ঞানার্জন করা
১২	আল্লাহর বিধি-বিধান ও নেক আমলের যত্ন নেওয়া
১৩	নবীদের ঘটনাবলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা
১৪	দুআ করা
১৫	আল্লাহর যিকর করা
১৬	ঈমানী ও ইলমী তারবিয়াত
১৮	অনুসরনীয় তরীকার উপর আস্থা রাখা
১৯	দ্বীনের প্রতি দাওয়াতী কাজে শ্রম দেওয়া
২০	সুদৃঢ়কারী সম্প্রদায়ের সাহচর্যে থাকা
২১	আল্লাহর সাহায্যের উপর পূর্ণ আস্থা রাখা
২২	বাতিল জিনিস সম্পর্কে জানা
২২	অবিচল থাকতে সাহায্য করবে এমন চরিত্রে চরিত্রবান হওয়া
২৩	সৎ লোকদের থেকে উপদেশ নেওয়া
২৪	যে সময়ে অবিচল থাকতে হয়
২৫	ফিতনার প্রকার
২৬	দ্বীন থেকে প্রতিরোধ করার ফিতনা
২৮	জেহাদে অবিচল থাকা
৩২	সত্য পথে অবিচলতার বাস্তব কিছু চিত্র